হেরেও আলোচনায় বাংলাদেশের লড়াকু ফুটবল

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইপর্বে হার নিয়ে মিশন শুরু করেছে বাংলাদেশ। তবে অপেক্ষাকৃত শক্তিধর দলের বিপক্ষে এদিন হারলেও নজর কেড়েছে বাংলাদেশের লড়াকু ফুটবল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বুধবার ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ কাতারের কাছে ২-০ গোলে হার দেখে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। দোহায় এদিন দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখান বাংলাদেশের গোলরক্ষক মেহেদী হাসান। বয়সভিত্তিক ফুটবলে গোলরক্ষক মেহেদী হাসানের বীরত্বের কাহিনী নতুন নয়।

গত বছর মেহেদীর দুর্দান্ত নৈপুণ্যে অনূর্ধ্ব-১৫ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল বাংলাদেশ। সেবার সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে টাইব্রেকারে তিনি শট ঠেকিয়েছিল দুটি। আর ফাইনালে বদলি নেমে পাকিস্তানের বিপক্ষে টাইব্রেকারে ঠেকান তিনটি শট। বুধবার মোটামুটি গোটা ম্যাচেই ভালো খেলেছে বাংলাদেশ, অসাধারণ খেলেছেন মেহেদী। সুযোগও এসেছিল পরিষ্কার। কিন্তু খেলোয়াড়রা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারায় পয়েন্টবঞ্চিত থাকে বাংলাদেশ।

অন্যদিকে নিজেদের মাঠে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচে উতরে যায় কাতার। প্রথমার্ধে গোলশূন্য সমতা শেষে ৫৮তম মিনিটে অপ্রত্যাশিত এক গোল খেয়ে মনোবল ভেঙে যায় কিশোরদের। কাতারের স্ট্রাইকার রশিদ আবদুল আজিজের দুর্বল এক শট সামনে থাকা ডিফেন্ডাররা আটকে দেবেন, এমনটা ভেবে মেহেদী আর নিজের জায়গা থেকে নড়েননি। আর ডিফেন্ডাররাও হয়তো মনে করেছিলেন মেহেদী আটকে দেবে শটটা! আর এই ভুল বোঝাবুঝির ফায়দা নেন আবদুল আজিজ। এক গোলে এগিয়ে যায় কাতার। শেষদিকে অতি আক্রমণাত্মক বাংলাদেশকে প্রতি আক্রমণের খেলায় হারিয়ে দিয়ে ৮৯তম মিনিটে কাতারের দ্বিতীয় গোল করেন আল দোসারি।

ম্যাচে গোল করার সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলাদেশের জনি শিকদার, মইনুল ইসলাম, কাজিরুল ইসলামরা। কিন্তু লাভ হয়নি। একের পর এক মিসের খেসারত দেন শেষ পর্যন্ত। এএফসি বাছাইয়ে গ্রুপ ‘এফ’ এর অন্য ম্যাচে জয় পেয়েছে ইয়েমেন। ভুটানকে উড়িয়ে দিয়েছে তারা ১০-১ ব্যবধানে। ২২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দুরন্ত ফর্মে থাকা ইয়েমেন। গ্রুপের রানার্স আপ হতে পারলেও ২০২০ সালে বাহরাইনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এএফসির বয়সভিত্তিক শীর্ষ

পর্যায়ের এই টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ থাকবে বাংলাদেশের। স্পোর্টস ডেস্ক

ফাইনাল ঘিরে মাহমুদুল্লাহর ভাবনা

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ফাইনাল নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। তবে ত্রিদেশীয় সিরিজে তাদের চ্যাম্পিয়ন হতে টপকাতে হবে আফগানিস্তানের কঠিন বাধা। সিরিজে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচ জিতলেও আফগানদের বিপক্ষে প্রথম সাক্ষাতে হার দেখেছে বাংলাদেশ। কিন্তু তারাও ফাইনাল নিশ্চিত করেছে টাইগারদের আগেই। সিরিজের শেষ ম্যাচে কাল ফের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। আর শিরোপার লড়াইয়ের আগে রশিদ খানের দলের বিপক্ষে ম্যাচটিকে ফাইনালের মহড়াই বলা যেতে পারে। দলের সিনিয়র ক্রিকেটার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদও মনে করেন চ্যাম্পিয়ন হতে হলে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন।

শেষ ম্যাচে দলকে জয় এনে দিতে দারুণ ভূমিকা রাখেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। বুধবার তার ৪১ বলে করা ৬২ রানের ইনিংসে ভর করেই জিম্বাবুয়েকে ১৭৫ রানের টার্গেট দিতে সক্ষম হয় টাইগাররা। লড়াকু পুঁজি পেয়ে বোলাররাও প্রতিপক্ষকে দারুণভাবে চেপে ধরে দলের জয় নিশ্চিত করে। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেই আফগানদের বিপক্ষে জয় ছাড়া অন্য কিছুই ভাবছেন না মাহমুদুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে আমরা ভালো করছিলাম না। তাই সবার ভেতরেই ওই স্পৃহা ছিল। সবাই কথা বলেছিল এ নিয়ে। এখন আমাদের লক্ষ্য, আফগানিস্তানের সঙ্গে যেন একই (জিম্বাবুয়ে ম্যাচ) কিংবা আরও ভালো পারফরম্যান্স করে জিততে পারি। এবং ফাইনালের জন্য যেন তৈরি হতে পারি।’

রিয়াদের ব্যাটে রানও দলের জন্য দারুণ স্বস্তির। কারণ দীর্ঘ দিন থেকেই তিনি বাজে সময় কাটাচ্ছিলেন ব্যাট হাতে। ইনজুরির কারণে বলও করতে পারছিলেন না এই অলরাউন্ডার। বিশ্বকাপে বাজে সময় কাটিয়েছেন। এর পর শ্রীলঙ্কা সফরেও খুব খারাপ ছিল তার পাফরম্যান্স। গুঞ্জন শুরু হয়েছিল দল থেকে তার বাদ পড়ার। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে ২৪

ইনিংস পর ফিফটি হাঁকিয়ে দলের জয়ে দারুণ ভূমিকা রাখেন তিনি। মূলত এই জয়ে বেড়েছে টাইগারদের আত্মবিশ্বাসও। এই নিয়ে মাহমুদুল্লাহ বলেন, ‘আত্মবিশ্বাস তো অবশ্যই থাকবে। ফিল্ডিংয়ে নামার সময় সাকিবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সম্ভবত ১০-১৫ রান কম হয়েছে। তারপরও বোলাররা ভালো বোলিং করেছে তাই এ সংগ্রহই বড় মনে হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় পরের ম্যাচটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু র্যাঙ্কিংয়ে তারা ওপরে আছে। তারা আছে ৭ নম্বরে আমরা সম্ভবত ১০ নম্বরে। তাই আমাদের অনেক ভালো খেলতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা যেন আত্মবিশ্বাসটুকু নিয়ে যেতে পারি ফাইনালে।’

২০০৭-এ দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি অভিষেক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের। এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৭৯ ম্যাচ। ৫ থেকে ৭ নাম্বার পজিশনে দলের ব্যাটিংয়ের আস্থা তিনি। এক কথায় দলের ফিনিশিংয়ের দায়িত্ব ছিল অনেকটাই তার কাঁধে। কিন্তু ১১ বছরের ক্যারিয়ারে এই ফরম্যাটে নিজেকে সেইভাবে প্রমাণ করতে পারেননি। তার ব্যাট থেকে এখন পর্যন্ত ফিফটির সংখ্যা মাত্র ৪টি। ২৪.০৫ গড়ে করেছেন ১৩৭১ রান। তবে দলও যে টি-টোয়েন্টি খুব শক্ত অবস্থানে, তাও নয়। ক্রিকেটের এই ছোট সংস্করণে আইসিসির র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান আফগানিস্তানেরও তিন ধাপ পরে সাত নম্বরে। যদিও ব্যাট হাতে দেশের হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান তারই। তার উপরে দ্বিতীয় স্থানে সাকিব আল হাসান ৭১ ম্যাচে করেছেন ১৪৯৭ রান। আর ৫৯ রান হলে তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন শীর্ষে থাকা তামিম ইকবালকে। দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৮০টি ম্যাচ খেলা মুশফিকুর রহীমের অবস্থান ১১৭৫ রান করে চতুর্থ স্থানে। শুধু তাই নয় দেশের হয়ে এই চারজনই কেবল ছুঁতে পেরেছেন হাজার রানের ল্যান্ডমার্ক। তাই তাদের ব্যর্থ বললেও ভুল হবে। কারণ তরুণ কেউ তাদের জায়গা নিতে পারেননি এখনো। এখানেই স্পষ্ট টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ দলের দুর্বলতা।

মূলত ক্রিস গেইল, আন্দ্রে রাসেল, ওয়ার্নার, আফ্রিদির মত মারকুটে ব্যাটসম্যানই নেই বাংলাদেশে। যারা কিনা একাই ঝড় তুলে ব্যবধান গড়ে দিতে পারেন। তাই ম্যাচ জয়ের পরও ব্যাটিং নিয়ে আক্ষেপ ঝরে মাহমুদুল্লাহর কণ্ঠে। তবে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পথও বাতলে দিয়েছেন তিনি। মাহমুদুল্লাহ বলেন, ‘আমার মনে হয়, আমরা পাওয়ার হিটিংয়ের চেয়ে স্কিল হিটিংয়ে অনেক বেশি পারদর্শী। যখন আমরা সেট থাকি, তখন আমরা আমাদের পাওয়ারটা কাজে লাগাতে পারি। তবে আমরা ক্রিস গেইল কিংবা আন্দ্রে রাসেল নই। আমাদের স্কিল হিটিংয়ের উপরই বেশি ফোকাস থাকে। আমি কয়েকটা ফুলটস বল মিস করেছি। একটাতে আউট

হলাম, আরেকটা মিস করেছি। আরও ২-১ জন এমন মিস করেছে। আমার মনে হয় ফুলটস বল মুশফিকই সবচেয়ে বেশি ভালো খেলে। এই জিনিসগুলো হয়তোবা ওয়ার্কআউট করতে হবে, স্কিল হিটিংয়ের চেয়ে পাওয়ার হিটিং কীভাবে আরও বাড়ানো যায়। ব্যাটিং কোচের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলাটা ভালো।’

স্পোর্টস ডেস্ক

জীবননগরে ৪ গুণীকে স্বারক সম্মাননা দিল প্রমিত বাংলা পরিষদ

জীবননগরে শিক্ষা বিস্তার, ক্রীড়াঙ্গন, সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখায় ৪ গুণী ব্যাক্তিদের প্রমিত বাংলা স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর প্রমিত বাংলা পরিষদ জীবননগর উপজেলা শাখার আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ স্বারক সম্মাননা প্রদান করা হয়।
প্রমিত বাংলা পরিষদের জীবননগর শাখার সভাপতি এম আর বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গুনীজনদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান ।
সম্মাননা পেলেন যারা, শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখায় শওকত আলী, বাংলা ভাষা গবেষনায় বিশেষ অবদান রাখায় ড.মনজুর রহমান, সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখায় সাংবাদিক কামাল সিদ্দিক বাবু এবং খেলাধুলায় বিশেষ অবদান রাখায় মোজাম্মেল হক।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, সাবেক শিক্ষক নজরুল ইসলাম, প্রমিত বাংলা পরিষদের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন মল্লিক, প্রমিত বাংলা পরিষদের জীবননগর শাখার সাধারন

সম্পাদক শিক্ষক মোমিন উদ্দিন সহ আরো উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ওয়াহেদ বিশ্বাস, মুন্সী নাসির উদ্দিন প্রমুখ।
উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন মুন্সী আবু সাইফ মুকু।

বঙ্গমাতায় ফাইনালে গাংনী মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা অনুর্দ্ধ ১৭ জেলা পর্যায়ের খেলার উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় অনুর্দ্ধ ১৭ জেলা পর্যায়ের খেলার জম কালো উদ্বোধন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন উড়িয়ে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

পরে জেলা প্রশাসক উভয় দলের খেলোয়াদের সাথে পরিচিত হন। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ ইবাদত হোসেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক তৌহিদুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, হাসিবুল আলম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুদুল আলম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসামান গনি, জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কেএম আতাউল হাকিম লাল মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা নেছা মুজিব জাতীয় অনুর্দ্ধ ১৭ জেলা পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী খেলায় গাংনী উপজেলা জয়লাভ করে। খেলায় গাংনী উপজেলা ২-১ গোলে মুজিবনগর উপজেলা দলকে পরাজিত করে।
আগামী ২১ সেপ্টেম্বর বিকেল তিন টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা বনাম

গাংনী উপজেলা ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

শেষ পর্যন্ত বার্সেলোনাতেই আসছেন গ্রিজমান?

গত মৌসুমে এক ভিডিও বার্তায় জানিয়েছিলেন, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন না তিনি। সে প্রতিশ্রুতি এক মৌসুমের বেশি রাখলেন না ফরাসি স্ট্রাইকার আতোয়াঁন গ্রিজমান। গতকাল জানিয়ে দিয়েছেন, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ছাড়ছেন তিনি। গ্রিজমানের নতুন দল হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে বার্সেলোনা।

লুইস সুয়ারেজের ফর্ম পড়তির দিকে। গোলমুখে আগের মতো ক্ষুরধার নন তিনি। একটা গোল করলে পাঁচটা সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। বার্সেলোনাও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে, ৩২ বছর বয়সী সুয়ারেজকে নিয়ে ভাবার সময় হয়েছে। দলের মূল স্ট্রাইকারের প্রশ্নে এখন অন্য কাউকে ভাবছে বার্সা। সেই ‘অন্য কেউ’ যে গ্রিজমান, সেটি জানা গিয়েছিল কয়েক মৌসুম ধরেই।

গ্রিজমানের বার্সায় আসার কথা আগেও বেশ কয়েকবার উঠেছে। কেবল গ্রিজমানই নন, টটেনহামের হ্যারি কেন, লিভারপুলের রবার্তো ফিরমিনো, আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের লুকা জোভিচের নামও এসেছে। ফিলিপে কুতিনহোকে বার্সেলোনার কাছে বিক্রি করার সময় লিভারপুল শর্ত জুড়ে দিয়েছিল, ২০২০ সাল পর্যন্ত তাদের কোনো খেলোয়াড়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না বার্সা। ফলে, ফিরমিনোকে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ওদিকে লুকা জোভিচ প্রায় রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েই ফেলেছেন। টটেনহামের সভাপতি ড্যানিয়েল লেভির অর্থলোভের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার সামর্থ্য বার্সার ছিল না। বাকি ছিলেন গ্রিজমান। গত মৌসুমে বেশ জোরেশোরে শোনা যাচ্ছিল, অ্যাটলেটিকো ছেড়ে বার্সায় যোগ দেবেন তিনি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করে অ্যাটলেটিকোতে থেকে যান এই ফরাসি স্ট্রাইকার। সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন ঠিক এক বছর। গতকাল ঘোষণা দিলেন, অ্যাটলেটিকো ছাড়ার সময় এসেছে তাঁর।

গত মৌসুমে যত অ্যাটলেটিকোর সঙ্গে নতুন চুক্তি সই করলেন, গ্রিজমানের ‘বাই আউট ক্লজ’ ধরা হয়েছিল ২০০ মিলিয়ন ইউরো। অর্থাৎ গ্রিজমানকে কিনতে হলে আগ্রহী ক্লাবকে ২০০ মিলিয়ন ইউরো দিতেই হবে। যে ‘ক্লজ’টা আসছে জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে ১২৫ মিলিয়ন ইউরোয় নেমে আসবে। আর সেই সুযোগটা নেওয়ার অপেক্ষায় আছে বার্সেলোনা।

একটা আনুষ্ঠানিক ভিডিওবার্তায় অ্যাটলেটিকোর সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন গ্রিজমান, ‘পাঁচটা অসাধারণ বছর কাটিয়েছি আমি এখানে। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। আমি আজীবন অ্যাটলেটিকোকে আমার হৃদয়ের মধ্যে রাখব। আমি অ্যাটলেটিকো ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে চাই আমি।

চ্যাম্পিয়ন যেই হোক, সেরা ফন ডাইক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষও বেশ দোটানায় আছে। শেষ দিনে শিরোপাজয়ী দলের হাতে শিরোপা তুলে দেওয়াই তাদের নিয়ম। এবার দুই মাঠে দুই শিরোপা প্রস্তুত রাখতে হচ্ছে, লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে যে কোনো এক দল বুঝে নেবে শিরোপা। প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা দোটানায় থাকলে কী হবে, লিভারপুল তারকা ফন ডাইকের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অবশ্য নেই। প্রিমিয়ার লিগের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তাই ফাইনাল ম্যাচ ডের আগেই বুঝে পেলেন ভার্জিল ফন ডাইক।

ভার্জিল ফন ডাইকের হাতে প্রিমিয়ার লিগের সেরা খেলোয়াড়ের পুরষ্কার উঠছে তা অনেকটা অনুমিতই ছিল। এই মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে দুর্গ তৈরি করেছিলেন ফন ডাইক। এই মৌসুমে মাত্র ১টি ম্যাচে হারের স্বাদ পেয়েছে লিভারপুল। মৌসুমের প্রতিটা ম্যাচেই ছিলেন শুরুর একাদশে। রক্ষণে ক্লপের ভরসার পাত্র এই ডাচ তারকা। এক ম্যাচে তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন ক্লপ। না হলে মৌসুমের পুরোটা সময় মাঠে থাকার অদ্ভুত রেকর্ড গড়তে পারতেন ফন ডাইক। ২০ ম্যাচে ক্লিন শিট রাখার পাশাপাশি গোল করেছেন ৪ টি। প্রিমিয়ার লিগের সেরা খেলোয়াড়

হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল।

২৭ বছর বয়সী ফন ডাইকের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল ম্যানচেস্টার সিটির রহিম স্টার্লিং, চেলসির এডেন হ্যাজার্ড এবং ক্লাব সতীর্থ মোহাম্মদ সালাহ ও সাদিও মানে। এঁদের ছাড়িয়েই প্রিমিয়ার লিগের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ফন ডাইক। ইয়ুর্গেন ক্লপের ভরসার প্রতিদান বেশ ভালোভাবেই দিলেন ফন ডাইক। গত জানুয়ারিতে যখন ৭৫ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে ফন ডাইককে কিনেছিলেন ক্লপ, তখন আলোচনা কম হয়নি। একজন ডিফেন্ডারের জন্য ৭৫ মিলিয়ন খরচ করা পাগলামির শামিল ভেবেছিল সকলে।

কিন্তু ফন ডাইক-অ্যালিসন জুটি সব সমালোচনা উড়িয়ে দিয়েছে। ৯৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগে এখন দ্বিতীয় অবস্থানে লিভারপুল। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। ফন ডাইকের আনন্দ দ্বিগুণ হবে নাকি ম্লান হয়ে যাবে সিটির শিরোপা উল্লাসে সেটা জানা যাবে রাত সাড়ে আটটার ম্যাচেই।

আইপিএলের শুভেচ্ছা টিকিট চেয়ে বিপদে আবগারি কর্মকর্তা

তেলেঙ্গা এক্সাইজ অ্যান্ড প্রহিবিশন বিভাগের এক উচ্চ কর্মকর্তা আইপিএল ফাইনালের শুভেচ্ছা টিকিট দাবি করেছিলেন। তাঁর শুভেচ্ছা পাওয়ার আশা শুভ হয়নি। দাবিকৃত টিকিটের সংখ্যা এতটাই বেশি ছিল যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা গুরুত্ব নিয়ে দেখা শুরু করেছে এবং একটি মেমো করা হয়েছে এ ব্যাপারে।

হায়দরাবাদে আজ রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে আইপিএলের ফাইনাল চলছে। মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যকার এ ম্যাচের ‘মাত্র’ ৩০০ টিকিট চেয়েছিলেন কে প্রদীপ রাও। মেদচল-মালকাজগিরি জেলার প্রহিবিশন ও এক্সাইজ কর্মকর্তা প্রদীপ রাও। হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহীর কাছে রাও একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে করপোরেট বক্সের ৫০টি শুভেচ্ছা টিকিট এবং আরও ২৫০টি বিশেষ সুবিধাযুক্ত টিকিট চাওয়া হয়েছিল। রাও চিঠিতে দাবি করেছেন, এ টিকিটগুলো উচ্চতর কর্তৃপক্ষের লোকজনকে দেওয়া হবে।

অফিশিয়াল স্টাম্পে ৯ তারিখে লেখা সে চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘উল্লেখিত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ১২ মে অনুষ্ঠিত আইপিএল ফাইনালের ম্যাচের জন্য ৩০০টি টিকিট দেওয়ার অনুরোধ করছি। যাতে বিভাগের উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে দেওয়া যায়।’ এ ব্যাপারে রাওকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়েছেন। অনেকেই ম্যাচের টিকিট দাবি করে। আর সাধারণত বিসিসিআই এ ধরনের অনুরোধ জানাতে বলে। এ ব্যাপারে কর ও আবগারি বিভাগের বিশেষ সচিব সোমেশ কুমার জানিয়েছেন, তাঁর বিভাগের একজনের এভাবে চিঠি লেখার ব্যাপারটা সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।

পিটিআইকে কুমার বলেছেন, ‘এই কর্মকর্তা টিকিট চেয়ে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছে। আমরা গুরুত্ব দিয়েই এটা দেখছি। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁকে একটা মেমো দেওয়া হয়েছে এবং আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শেষ বলের নাটকে জয় হলো মুম্বাইয়ের

শেষ ওভারের নাটকীয়তায় আইপিএলের ১২তম শিরোপা ঘরে তুলল মুম্বাই। এ জয়ে আইপিএলে রেকর্ড চতুর্থবারের মতো শিরোপা নিজেদের করল মুম্বাই। মালিঙ্গার করা ম্যাচের শেষ ওভারে ৯ রান করতে পারলেই জয় পেত চেন্নাই। ক্রিজে ৫৯ বলে ৮০ রান করা ওয়াটসনের সঙ্গী রবীন্দ্র জাদেজা। ক্রিজে ওয়াটসন আছেন বলেই চেন্নাইয়ের সমর্থকেরা শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন। ওভারের শুরুতে তেমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন ওয়াটসন। প্রথম দুই বলে সিঙ্গেল পরের বলে দুই রান নিয়ে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও গিয়েছিল ধোনির দল চেন্নাই। চতুর্থ বলে দুই রান নিতে গিয়ে ওয়াটসন রানআউট হলেই বিপত্তি বাধে। চেন্নাইয়ের শিরোপা জয়ের স্বপ্নে তখন খানিকটা ঝাঁকুনিও লাগে। জয়ের জন্য তখনো যে ৪টি রান চাই! শারদুল ঠাকুর নেমে সেই কাজটাও খানিকটা সহজ করে দেন। ম্যাচের উত্তেজনা জিইয়ে থাকে শেষ বল পর্যন্ত। ১ বলে তখন দরকার ২ রান। শেষ বলে মালিঙ্গার ইয়র্কারের শিকার হয়ে শারদুল ঠাকুর সাজঘরে ফিরলে চেন্নাইয়ের চতুর্থ শিরোপা জয়ের স্বপ্নের ইতি ঘটে।

ন্যু ক্যাম্পের শেষ ম্যাচে জয়ে ফিরল বার্সেলোনা

লা লিগায় টানা ২৩ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর গেল সপ্তাহে সেল্টার মাঠে ২-০ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। দিন তিনেক পর চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে লিভারপুলের বিপক্ষে ৪-০ গোলের ব্যবধানে বিশাল হার তো সবার কল্পনার বাইরেই ছিল। প্রথম লেগে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকেও দ্বিতীয় লেগে অমন হার প্রতিযোগিতা থেকেই ছিটকে দেয় কাতালানদের। পরপর দুই ম্যাচ হারের পর ন্যু ক্যাম্পে মৌসুমের শেষ ম্যাচ জয় দিয়ে শেষ করল স্প্যানিশ জায়ান্টরা।

সামনে কোপা দেল রের ফাইনাল। লিগ শিরোপা জেতা হলেও চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ের পর নিজের শিষ্যদের চাঙা করতে গেটাফের বিপক্ষে নিজের সেরা একাদশটাই বেছে নিয়েছেন ভালভার্দে। লুইস সুয়ারেজ না থাকলেও মেসি-কুতিনহো, ভিদাল-রাকিটিচ কিংবা পিকে-উমতিতির মতো তারকাদের সবাই ছিলেন ম্যাচে। শুধু গোলপোস্টের নিচে টের স্টেগানের বদলে সিলেসেন ছিলেন।

শুরু থেকেই বল দখলে এগিয়েও ছিল স্বাগতিকেরা। তবে গোলের প্রথম সুযোগ পায় গেটাফেই। পাল্টা আক্রমণে গেটাফের ফরোয়ার্ড মোলিনা বার্সা গোলরক্ষককে একা পেয়েও লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারেননি। তবে ২৭ মিনিটে ফের পাল্টা আক্রমণে ওঠা অতিথিরা গোল পান। কিন্তু ভাগ্য সহায় না হলে যা হয় আরকি! এবার মোলিনা ঠিকঠাক শট নিয়ে বল জালে জড়ালেও ভিএআর-এর সাহায্যে গোল বাতিল করেন রেফারি।

৩৯ মিনিটে ভিদালের গোলে অচলায়তন ভাঙে বার্সেলোনা। এরপর এগিয়ে থেকেই খেলা শেষ করে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। স্কোরলাইন ১-০–তেই ম্যাচ শেষ হতো। ৮৯ মিনিটে মেসিকে আটকে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়িয়ে দেন গেটাফে ডিফেন্ডার দাকোনাম।